বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

ক্রেডিট বিভাগ-১

পরিকল্পনা ও পরিচালন পরিপত্র নং ০২/২০১৮ তারিখঃ ০১/০১/২০১৮

বিষয়ঃ মৎস্য চাষের ঋণ নীতিমালা ও নিয়মাচার প্রসঙ্গে।

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক মৎস্য চাষের মেয়াদ ও মাছের প্রজাতি ভিত্তিক ঋণ প্রদানের বিষয়ে বিস্তারিত নীতিমালা ও নিয়মাচার তৈরি করে মাছ চাষ সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের চাষ পদ্ধতি কিছুটা নিবিড় হওয়ার ফলে এবং মাছ চাষের উপকরণসমূহের দাম বৃদ্ধির কারণে মৎস্য চাষের খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বিষয়ে মাঠ কার্যালয়ে ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে মৎস্য ঋণের নীতিমালা ও নিয়মাচার হালনাগাদ করার প্রয়োজনীয়তার আলোকে পরিকল্পনা ও পরিচালন পরিপত্র নং-১৯/২০০৫ তারিখ ১১/১০/২০০৫ ও ০৭/২০১৬ তারিখঃ ১৯/০৫/২০১৬ বাতিল করে পরিচালনা পর্ষদের ৩০/১১/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৬৯৭ তম সভায় মৎস্য চাষের ঋণ নীতিমালা ও নিয়মাচার নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

(ক) মৎস্য চাষঃ

(১) ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

গ্রামীন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য মাছ চাষে প্রান্তিক ও পেশাদার মৎস্যজীবিদের একক/যৌথ মালিকানাধীন অথবা ইজারা প্রাপ্ত বিভিন্ন আয়তনের পুকুরে/জলাশয়ে মাছ চাষের জন্য শুধুমাত্র পরিচালন ব্যয় (পোনা ক্রয়, খাদ্য সরবরাহ, অন্যান্য খরচ, ঔষধ ইত্যাদি) বাবদ স্বল্প মেয়াদি ঋণ প্রদান করা যাবে। এ ক্ষেত্রে পুকুর পুনঃ খনন, পুকুর তৈরিকরণ, ইজারা খরচ/মূল্য ইত্যাদি খাতে উদ্যোক্তার নিজস্ব বিনিয়োগ সম্পন্ন হবার পরই ব্যাংক ঋণ বিবেচনা করা যাবে।

(২) ঋণের নর্মসঃ

স্বল্প মেয়াদি ঋণের আওতায় পুকুর বা জলাশয়ে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষের জন্য পরিচালন ব্যয় বিবেচনায় এনে বাংলাদেশ ব্যাংকের ২৭/০৭/২০১৭ তারিখের জারীকৃত এসিডি সার্কুলার নং-০২ এ বিবৃত নর্মস মোতাবেক ঋণ মঞ্জুরি করা যাবে যা সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালার আওতায় পরিবর্তিত হবে। প্রাক্কলিত খরচ একক হিসাবে ধরে বিভিন্ন আয়তনের পুকুর/জলাশয়ে ঋণের পরিমাণ নিরুপণ করতে হবে। প্রদত্ত মোট উৎপাদন খরচের ৭০% স্বল্প মেয়াদি পরিচালন ব্যয় হিসাবে ঋণ প্রদান করা যাবে। প্রদর্শিত প্রজাতি ব্যতিত অন্য প্রজাতির মাছের চাষ বা মিশ্র চাষের জন্যও প্রকৃত উৎপাদন খরচের প্রাক্কলন করে প্রাক্কলিত খরচের ৭০% ঋণ প্রদান করা যাবে। অবশিষ্ট ৩০% টাকা উদ্যোক্তা কর্তৃক ইকুইটি/ মার্জিন হিসাবে প্রদান করতে হবে।

(৩) জামানতঃ

(ক) একক মালিকানাধীন পুকুরের ক্ষেত্রে ঋণের বিপরীতে চাষাধীন পুকুর/জলাশয় যথানিয়মে বন্ধক নিতে হবে। ১.৫ (দেড়) বিঘা আয়তনের উর্ধের পুকুরে / জলাশয়ে বা ৩.০০ লক্ষ টাকা উর্ধের ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে উৎপাদন ঋণের জন্য অবশ্যই সহায়ক জামানত গ্রহণ করতে হবে।

চলমান পাতা-০২

(খ) তবে ইজারা গ্রহণকারী আগ্রহী উদ্যোক্তা পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত প্রদানে অক্ষম হলে সেক্ষেত্রে তার উপযুক্ততা (মাছ চাষে অভিজ্ঞতা, উদ্যম, বিশ্বস্থতা, স্থানীয় সুনাম ও সুখ্যাতি ইত্যাদি) বিবেচনায় রেখে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং ঋণাংকের কমপক্ষে মঞ্জুরিকৃত ঋণের দেড়গুন টাকা পরিশোধে সক্ষম এরূপ স্বচ্ছল একজন জামিনদারের ব্যক্তিগত নিশ্চয়তায় ১ থেকে ১.৫ (দেড়) বিঘা পর্যন্ত মাছ চাষের জন্য সর্বোচ্চ ৩.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করা যাবে।

জামানত বিহীন ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত অতিরিক্ত নির্দেশনা পরিপালন করতে হবেঃ

(ক) জামানতবিহীন ঋণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত গ্যারান্টি (Personal Gurantee) ও স্পাউস গ্যারান্টি (Spouse Gurantee) গ্রহণ করতে হবে;

(খ) সুদসহ ঋণাংকের পরিমাণ আবৃত করে অগ্রিম তারিখ সম্বলিত তফসিলি ব্যাংকের চেক গ্রহণ করতে হবে;

(গ) নির্ধারিত দেয় তারিখ (Due date) অতিক্রান্ত হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে ঋণ আদায় না হলে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) জামানত বিহীন ঋণ কোন অবস্থাতেই একক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে সকল প্রকার ঋণ একীভূত করে ৩.০০ লক্ষ টাকার অধিক হতে পারবে না।

(৪) **ইজারার সময়কালঃ**

স্বল্প মেয়াদি মৎস্য চাষ ঋণের জন্য ইজারা প্রাপ্ত পুকুরের/জলাশয়ের ক্ষেত্রে ইজারার সময়কাল ন্যূনতম ৩ বছর হতে হবে।

(৫) **ঋণের সময়কালঃ**

দেশের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা বিবেচনায় এবং সারা বছর সকল প্রজাতির পোনা পাওয়া যায় বিধায় মাছ চাষকে মৌসুম ভিত্তিক সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তবতার নিরিখে সারা বছর স্বল্প মেয়াদি মাছ চাষ ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা যাবে।

(৬) **ঋণের প্রকৃতি (পরিশোধ সূচি ও মেয়াদ কাল)ঃ**

ক) স্বল্প মেয়াদিঃ সর্বোচ্চ ১২(বার) মাস। বাস্তবতার নিরিখে ঋণ আদায়ের তারিখ নির্ধারণ করতে হবে। কোন কোন প্রজাতির মাছ যেমন থাই সরপুটি, থাই পাঙ্গাস সব ধরণের মাছের পোনা প্রতিপালন, নার্সারী ইত্যাদির ক্ষেত্রে বছরে একাধিকবার মাছ/পোনা বাজারজাত করণের সাইজে পরিণত হয়। স্বল্প মেয়াদি উৎপাদন ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি এবং অধিক সংখ্যক প্রান্তিক চাষী ও মৎস্যজীবীদেরকে ঋণ সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি শাখা বার্ষিক ন্যূনতম ২টি উৎপাদন ঋণ বিতরণ, সদ্ব্যবহার যাচাই ও আদায় নিশ্চিত করবে।

খ) চলতি মূলধণ ঋণঃ

এ সকল ক্ষেত্রে মাছ চাষের উৎপাদন খরচ চলতি মূলধন ঋণ হিসাবেও প্রদান করা যাবে। সারা বছর উত্তোলন সুবিধাসহ এ ধরণের ঋণের ক্ষেত্রে চলতি মূলধন ঋণের সকল নিয়মকানুন প্রযোজ্য হবে।

(৭) সুদের হারঃ

১.০০ একর পর্যন্ত স্বল্প মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে কৃষি ঋণের সুদ হার প্রযোজ্য হবে । ১.০০ একর এর উর্ধে স্বল্প মেয়াদি ও চলতি মূলধণ ঋণের ক্ষেত্রে চলতি মূলধন ঋণের সুদ হার প্রযোজ্য হবে যা ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হারের সাথে পরিবর্তিত হবে।

চলমান পাতা-০৩

(খ) মাছের পোনা প্রতিপালনঃ

(১) ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

মাছ চাষের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে সুস্থ সবল উন্নত জাতের পোনা সরবরাহ নিশ্চিত করা। তা'ছাড়া মাছের রেণু থেকে ধানী পোনার জন্য নার্সারী বা আতুর পুকুর এবং ধানী থেকে পোনা প্রতিপালনের জন্য লালন বা চারা পুকুর সুষ্ঠু এবং দক্ষতার সাথে পরিচালনার মাধ্যমে চাষযোগ্য চারা পোনার উৎপাদন একটি লাভজনক ব্যবসা। দেশীয় কার্প জাতীয় মাছের রেণু থেকে ধানী পোনার জন্য নার্সারী পুকুর বা আতুর পুকুরে মাছের নিষিক্ত ডিম সাধারণতঃ ১৫ দিন প্রতিপালন করতে হবে। রেনু অবস্থায় মাছের জীবনচক্র অত্যন্ত নাজুক ও সংবেদনশীল। এ সময়ে সামান্য অব্যবস্থাপনার কারণে রেনুর মৃত্যু হার বেড়ে যাওয়ার ফলে আতুর পুকুর ব্যবস্থাপনা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ থাকে বিধায় অভিজ্ঞ বা পেশাজীবী উদ্যোক্তা ছাড়া এ খাতে ঋণ প্রদান ঝুঁকিপূর্ণ হবে। তবে ধানী থেকে চারা উৎপাদনের প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত ঝুঁকিমুক্ত এবং অতীব লাভজনক বিবেচনায় এ খাতে ঋণ প্রদান করা যাবে।

(২) ঋণের নর্মসঃ

ধানী থেকে চারা পোনা বা ফিঙ্গারলিংস (৫-১০ সেঃমিঃ) পর্যন্ত লালন পুকুর বা চারা পুকুর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পোনা উৎপাদন খুবই লাভজনক। ধানী থেকে চারা উৎপাদনের চাষাবাদকাল প্রায় ৬০ দিন। প্রাকৃতিক ও হ্যাচারী উৎস্য থেকে ধানী সংগ্রহ করে বছরে ন্যুনতম ২/৩ চক্রে মাছের পোনা প্রতিপালন সম্ভব। মাছের পোনা প্রতিপালনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত তথ্যাদির আলোকে বিস্তারিত নর্মস পরিশিষ্ট-'ক' আকারে সংযুক্ত করা হলো। ঋণের জামানত, পরিশোধসূচি, দলিলায়ন, সুদের হার, ঋণ নথি প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি স্বল্প মেয়াদি মৎস্য চাষের অনুরূপ নিয়মনীতি অনুসরণ করতে হবে।

(গ) মাছের খাদ্য 'উৎপাদন মেশিন' ঋণঃ

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মাছ চাষ পদ্ধতির ব্যাপক উন্নয়ন এবং বহুমুখী হওয়ার প্রেক্ষিতে মাছের সম্পূরক খাদ্য অর্থাৎ পুকুরে প্রাকৃতিক উপায়ে উৎপাদিত খাদ্যের অতিরিক্ত সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ একটি আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মাছের সম্পূরক খাদ্য প্রধানতঃ শর্করা (ধানের কুড়া/গমের ভুষি, খৈল), প্রোটিন (বিভিন্ন প্রকার শুটকী মাছ) এবং ভিটামিন/খনিজ পদার্থ এ তিনটি উপাদান সমন্বয়ে তৈরি করা হয়। সম্পূরক খাদ্য তিনটি ধাপে প্রস্তুত করা হয়। প্রথম ধাপে খাদ্য উপাদানগুলো আলাদা আলাদাভাবেএকটি ক্রাশিং মেশিনের সাহায্যে চূর্ণ করা হয়। পরবর্তীতে মাছের প্রজাতী ও বর্ধণ চাহিদা অনুসারে বিচূর্ণ খাদ্য উপাদানগুলো মিশ্রণ করা হয় এবং শেষ ধাপে মিশ্রিত খাদ্য উপাদানগুলো দিয়ে মন্ড তৈরি করে পিলেট মেশিনের সাহায্যে দানাদার খাদ্য তৈরি করা হয়। এটাই মাছের সম্পূরক খাদ্য। এই খাদ্য তৈরিতে ব্যাংক ঋণ প্রদান করা যাবে।

(১) ঋণের নর্মসঃ

খাদ্য তৈরি প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত একটি মটর বা ডিজেল চালিত মাঝারি উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ক্রাশিং মেশিন (হলারসহ) যার আনুমানিক মুল্য ১২,০০০/- - ১৫,০০০/- টাকা, চালনিসহ একটি মিক্সার মেশিন যার আনুমানিক মূল্য ৫,০০০/- - ৭,০০০/- টাকা এবং পিলেট তৈরির মেশিন প্রতিটি ৩,০০০/- - ৪,৫০০/- টাকা হিসাবে একটি পূর্ণাঙ্গ খাদ্য তৈরির মেশিন বাবদ সর্বমোট ২৫,০০০/- - ৩০,০০০/- টাকার প্রয়োজন হয়। খাদ্য তৈরির মেশিন ঋণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মেশিন, চালনি, ট্রে বাবদ ঋণ দেয়া যাবে। মেশিনের ঘর, কাঁচামাল, উৎপাদিত পণ্যের মজুদ ঘর, খাদ্য শুকানোর জায়গা, মেশিন স্থাপন ও বৈদ্যুতিক সংযোগসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম খরচ উদ্যোক্তাকে বহন করতে হবে।

চলমান পাতা-০৪

(২) ডাউন পেমেন্ট/ ইকুইটি/মার্জিনঃ
প্রয়োজনীয় মেশিন মূল্যের ২০% ডাউন পেমেন্ট নিতে হবে।

(৩) জামানতঃ
মেশিন মূল্যের ৫০% এবং ডাউন পেমেন্ট বাদে অবশিষ্ট ঋণের ঝুঁকি আবর্তনের জন্য যোগ্য সহায়ক জামানত গ্রহণ করতে হবে।

(৪) যন্ত্রপাতি সংগ্রহ পদ্ধতিঃ
গ্রাহক কর্তৃক সংগৃহিত ৩টি স্পট কোটেশনের মধ্যে সর্ব নিম্ন দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে নিম্ন বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে যন্ত্রপাতি/মেশিন সংগ্রহ করা যাবেঃ

ক) দরপত্রদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত যন্ত্রের বর্ণনা অনুসারে সরবরাহ গ্রহণ নিশ্চিত হতে হবে ;

খ) পুরানো মেশিন সরবরাহ নেয়া যাবে না।

(৫) বিতরণ পদ্ধতিঃ
সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের দরপত্রে উদ্ধৃত বর্ণনানুসারে ব্যাংক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে মেশিন বুঝে পাওয়ার পর উদ্যোক্তার প্রাপ্তি স্বীকারসহ সরবরাহকারীর দাখিলকৃত বিলের বিপরীতে পে-অর্ডার বা ডি,ডি'র মাধ্যমে ঋণের টাকা বিতরণ করতে হবে।

(৬) সুদের হারঃ
মেয়াদি ঋণের ঋণের সুদ হার প্রযোজ্য হবে যা ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হারের সাথে পরিবর্তিত হবে।

(৭) পরিশোধসূচিঃ
কোন প্রকার গ্রেস পিরিয়ড ছাড়া ঋণ বিতরণের ১.৫ (দেড়) থেকে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছরের মধ্যে ৬ থেকে ৮ টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য।

০২। নিম্ন বর্ণিত নিয়মাবলী উপরে উল্লেখিত মৎস্য চাষ, মাছের পোনা প্রতিপালন ও মাছের খাদ্য 'উৎপাদন মেশিন' ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবেঃ

(ক) ঋণের ফরম ঃ
১ থেকে ১.৫০ বিঘা পর্যন্ত মাছ চাষের ক্ষেত্রে প্রচলিত শস্য ঋণ আবেদন/দরখাস্ত ফরম (এল,এফ-৬) এবং ১.৫ বিঘার উর্ধে মাছ চাষের ক্ষেত্রে বন্ধকি ঋণের আবেদন ফরম (এল, এফ-২) ব্যবহার করতে হবে। যে সকল ঋণ চলতি মূলধন ঋণের আদলে প্রদান করা হবে সে ক্ষেত্রে চলতি মূলধন ঋণের আবেদন ফরম (এল, এফ-৮) ব্যবহার করতে হবে।

(খ) বিবিধ ফিঃ আবেদন ফরমের মূল্য, প্রক্রিয়াকরণ ফি, সার্চ ফি এবং এ্যাপ্রাইজাল ফি অন্যান্য ঋণের মত প্রচলিত নিয়মে গ্রহণ করতে হবে।

চলমান পাতা-০৫

(গ) দলিলায়নঃ

১) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মৎস্য বন্ধকি দলিল (Fish Hypothecation Deed) সম্পন্ন করতে হবে;

২) ডি, পি, নোট নিতে হবে;

৩) লেটার অব কনটিনিউটি নিতে হবে;

৪) ইজারাকৃত পুকুরে/জলাশয়ে মাছ চাষের ক্ষেত্রে ইজারাদাতার নিকট হতে আমমোক্তারনামা (Power of Attorney) বা ৩০০/- টাকা মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে সম্মতি পত্র (Letter of Consent) গ্রহণ করতে হবে। আমমোক্তারনামার সম্মতি পত্রে ইজারাকৃত পুকুরে মাছ চাষ করার জন্য ইজারা গ্রহিতা কর্তৃক ব্যাংক ঋণ গ্রহণে ইজারাদাতার সুস্পষ্ট সম্মতি উল্লেখ থাকতে হবে ;

৫) ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে বিধি মোতাবেক অন্যান্য দলিলাদি সম্পন্ন করতে হবে।

(ঘ) **ঋণের হিসাব খাতঃ**

মৎস্য ঋণ ও মাছের পোনা প্রতিপালন এর স্বল্পমেয়াদি - ১০১ এবং চলতি মুলধন আকারে প্রদত্ত ঋণ-১০১৪ খাতে যথারীতি হিসাবভূক্ত করতে হবে। **মাছের খাদ্য 'উৎপাদন মেশিন' খাতে প্রদত্ত ঋণ - ১০২** খাতে যথারীতি হিসাবভূক্ত করতে হবে। তবে মৎস্য খাতে বিতরণকৃত ঋণ (স্বল্প মেয়াদি, মেয়াদি বা চলতি মূলধন যাই হোক না কেন) কেবলমাত্র মৎস্য খাতের প্রতিবেদনেই দেখাতে হবে- অন্য কোন খাতে দেখানো যাবে না। অশ্রেণীকৃত ঋণ শ্রেণীকৃত হয়ে পড়লে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে হিসাবের খাত পরিবর্তিত হবে।

(ঙ) **ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতাঃ**

প্রচলিত পরিপত্রের নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োগ করতে হবে।

০৩। মৎস্য চাষ পদ্ধতি ও বিভিন্ন কলাকৌশল সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত ও প্রযুক্তিগত পরামর্শের জন্য জেলা/উপ-জেলা মৎস্য কর্মকর্তার সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

০৪। তত্ত্বাবধান ও পরিধারণ ঃ

শাখার মাঠকর্মী, শাখা ব্যবস্থাপক নিবিড় তদারকির মাধ্যমে ঋণের ব্যবহার, ঋণ হিসাব পরিচালনা, যথাসময়ে আদায় নিশ্চিতকরণসহ, তত্ত্বাবধান ও পরিধারণ কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। মৎস্য চাষে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি, লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং সম্ভাবনাময় এ খাতে কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা জোরদার করার লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় ও মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে এ ধরণের ঋণ সময় সময় পরিদর্শন করে শাখা ও মাছ চাষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ খাতে ঋণদান জোরদারকরণ ও মাছ চাষীদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রতি অঞ্চলে মাছের চাষ,পোনা পরিপালন ও সম্পূরক খাদ্য তৈরির মেশিনের জন্য নতুন গুনগত মান সম্পন্ন ভাল ঋণ বিতরণ করতে হবে। ঋণ সমূহের যথাযথ সদ্ব্যবহার যাচাই নিশ্চিত করতে হবে এবং সঠিক সময়ে ঋণ সমূহ যাতে আদায় নিশ্চিত হয় সেদিকে সদা সর্তক দৃষ্টি রাখতে হবে।

০৫। পরিদর্শন ও যাচাই ঃ

নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ শাখা পরিদর্শন কালে এ কর্মসূচির আওতায় বিতরণকৃত ঋণ সমূহের মঞ্জুরি ও বিতরণের যথার্থতা পরীক্ষা/পর্যালোচনা করবেন। তাছাড়া ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষাকালে ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাই করতে হবে।

চলমান পাতা-০৫

০৬। প্রতিবেদন প্রেরণ ঃ

এ কর্মসূচির আওতায় শাখা কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের শাখা/অঞ্চলওয়ারী অগ্রগতির প্রতিবেদন বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে নিম্নোক্ত ছকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

(লক্ষ টাকায়)

শাখার নাম/অঞ্চল	ঋণ বিতরণ		আদায়যোগ্য ঋণ		আদায়কৃত ঋণ		মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ		অনাদায়ী ঋণস্থিতি	
	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ

০৭। বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করে স্বল্প মেয়াদি মৎস্য খাতে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সফলভাবে অব্যাহত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

অনুমোদনক্রমে-

০১/০১/২০১৮

(ঠাকুর দাস কুন্ডু)
মহাব্যবস্থাপক
পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগ
ফোনঃ ৯৫৭৪৭৩৭

নং-প্রকা/ক্রেঃ বিঃ -১/৩(৭)/২০১৭-১৮/৩৩১(১২৫০) তারিখঃ - ঐ -

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ১/২/৩ মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর,বিকেবি,প্রধান কার্যালয়/বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ/ স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়।
৪। অধ্যক্ষ, বিকেবি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, মিরপুর, ঢাকা।
৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৬। উপমহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস্ , কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। **উপরোক্ত পরিপত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।**
৭। উপ-মহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখাসমূহ।
৮। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
৯। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ।
১০। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
১১। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১২। নথি / মহানথি।

০২.০২.২০১৮

(নিতাই চন্দ্র রায়)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৫০৪০৩

পরিশিষ্ট- "ক"

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

ক্রেডিট বিভাগ-১

০.১৫ একর জলায়তন পুকুরে মাছের পোনা পরিপালনের নিয়মাচারঃ
মাছ লালন পুকুর বা চারা পুকুর
(পরিচর্যাকালীন সময় ৬০ দিন)
ধানী থেকে চারা পোণা (চাষাবাদ সময়কাল ৬০ দিন)

(প্রকৃত টাকায়)

ক্র: নং	ব্যায়ের বিবরণ	পরিমাণ	একক মূল্য (টাকায়)	মোট মূল্য (টাকায়)
১	চুন	২০ কেজি	২০/-	৪০০/-
২	জৈব সার	৪০০ কেজি	২/-	৮০০/-
৩	অজৈব সার	২০ কেজি	২০/-	৪০০/-
৪	ধানী পোণা			১৮,০০০/-
৫	খাদ্য ভূষি	৮০ কেজি	১৭/-	১৩৬০/-
৬	খাদ্য-খৈল	৮০ কেজি	২০/-	১৬০০/-
৭	পশুর রক্ত	৪০ কেজি	২৫/-	১০০০/-
৮	অন্যান্য	গুচ্ছ		৩০০০/-
	মোট (১-৮)			২৬৫৬০/-
	ব্যাংক ঋণ ৭০%			১৮,৫৯২/-

প্রস্তাব অনুযায়ী প্রতি ০.১৫ একরে পরিচালন ব্যয় বাবদ ১৮,৫০০/- টাকা ঋণ প্রদান করা যাবে।

(মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম)
উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা

০২.০১.২০১৮.
(খায়রুন্নেসা আহমেদ)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক